ষষ্ঠ দার্‌স

الدرس السادس

হাবশায় হিজরতঃ

الهجرة إلى الحبشة

যাঁর ইসলামের কথা ফাঁস হয়ে যেত, তিনি মুশরিকদের নিপীড়নের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতেন। বিশেষতঃ দুর্বল মুসলিমরা। তাই সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট নিজেদের দ্বীন সহ হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করার অনুমতি চাইলেন। সেখানে তাঁদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিলো। বিশেষতঃ অনেক মুসলিম নিজের জান ও পরিবার বর্গের উপর কুরাইশদের যুলুমের ভয় করছিলেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। নবূওয়াতের ৫ম বছরে প্রায় ৭০জন মুসলিম সপরিবারে হিজরত করেন। তাঁদের মধ্যে উসমান ইবনে আফফান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। এ দিকে কুরাইশরা ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের অবস্থান ব্যাহত করার চেষ্টা করে। সে দেশের রাজার জন্য পাঠায় উৎকোচ। পলায়নকারী (মুহাজির)দের তাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানায়। তারা তাঁকে (রাজাকে) এ কথাও বলে যে, মুসলিমরা ঈসা-عليه السلام-ও মরিয়ম সম্পর্কে অপমানকর ও অশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে। নাজ্জাশী তাদেরকে ঈসা-عليه السلام-সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে কুরআন ঈসা-عليه السلام-সম্পর্কে যা বলেছে, তা পরিষ্কার ক'রে বলে দেন এবং সত্যটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। তাঁর সামনে সূরা মারিয়ামের তেলাওয়াত করেন। ফলে তিনি তাঁদেরকে নিরাপত্তা দান করেন এবং তাঁদেরকে কুরাইশদের হাতে সমর্পন করতে অস্বীকার করেন।

এ বছরের রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হারাম শরীফে মানুষের কাছে যান। তিনি দাঁড়িয়ে তাদের সামনে সুরায়ে নাজ্‌ম তেলাওয়াত করতে লাগেন। সেখানে কুরাইশদের এক বিরাট দল ছিলো। এ সব কাফেররা ইতিপূর্বে কখনো আল্লাহর বাণী শুনে নি। কেননা তারা রাসূলের কিছুই না শুনার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিলো। অকস্মাৎ তেলাওয়াতের মধুর ধ্বনি তাদের কর্ণে গেলে, তারা আল্লাহর হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক বাণী ও সাবলীল ভাষা একাগ্রচিত্তে শুনে। সে সময় তাদের অন্তরে তা ছাড়া অন্য কিছুই ছিলো না। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-﴿فَاسْجُدُوا لله واعْبُدُوا﴾ আয়াতটি পড়ে সাজদায় চলে যান। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তারাও সাজদায় চলে যায়।

কুরাইশরা দাওয়াত দমন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। শাস্তি, নির্যাতন, নিপীড়ন, প্রলোভন ও হুমকি প্রদর্শনের মতো সর্ব প্রকার পন্থা গ্রহণ করে। কিন্তু এসব কু-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা মুসলিমদের ঈমান বৃদ্ধি ও দ্বীন ইসলামকে অধিকতর আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোন ভূমিকা রাখতে পারে নি। এখন এক নতুন দুরভিসন্ধি ও মন্দ অভিপ্রায় তাদের অন্তরে জন্ম নিলো। আর তা হচ্ছে মুসলিম ও বনী হাশেমকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন ও একঘরে করে রাখার এক চুক্তিনামা লিখে সবাই তাতে স্বাক্ষর করে কাবাশরীফের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দিবে। চুক্তি অনুসারে তাদের সাথে বেচা-কেনা, বিয়ে-শাদি, সাহায্য-সহযোগিতা ও লেনদেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এ চুক্তির ফলে মুসলিমরা বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে শে'বে আবি তালেব নামক এক উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁরা সেখানে অবর্ণনীয় ক্লেশ ও দুঃখের শিকার হোন। ক্ষুধা ও অর্ধাহারের বিষাক্ত ছোবল থেকে কেউ রক্ষা পায় নি। সচ্ছল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেন। খাদীজা তাঁর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করেন। বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর প্রায়-দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যায়। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য ও অবিচলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে একজনও পশ্চাদপদ হন নি। অবরোধ একাধারে তিন বছর স্থায়ী থাকে। অতঃপর বানী হাশেমের সাথে আত্মীয়তা আছে এমন কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জনসমাবেশে চুক্তি ভঙ্গ করার কথা ঘোষণা করে। চুক্তির কাগজ বের করা হলে দেখা গেলো যে, উইপোকা সেটা খেয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র কাগজের এক কোণ যেখানে "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" বাক্যটি লেখাছিলো তা ব্যতীত কোন স্থানই অক্ষত ছিলো না। সংকটের অবসান হলো। আর মুসলিম ও বানী হাশেম মক্কায় ফিরে আসলেন।